সংবাদ

তারিখ ... 02 MAR 2014 ...
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ২ ...

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

হল আছে নাম আছে অধিকার নেই

প্রতিনিধি, জবি

প্রায় তিন দশক ধরে প্রভাবশালীদের দখলে রয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ১১টি হল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালালেও হলগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ২০১১ সালের ৩ অক্টোবর ড. হাবিবুর রহমান হল উদ্ধার হলেও তা আবাসন উপযোগী হয়নি। এক হাজার আসনবিশিষ্ট ছাত্রী হলের ভিত্তিপ্রস্তর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ স্থাপন করলেও ভবন নির্মাণের কাজ এখনও শুরু হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়টি যখন কলেজ ছিল তখন এর ১৩টি হল ছিল। ১৯৮৫ সালে শিক্ষার্থীদের জোর করে হল থেকে বের করে দেয়া হয়। এ নিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। এর পর থেকে এখন পর্যন্ত হলগুলো বেদখল হয়ে আছে। জগন্নাথ যখন কলেজ ছিল তখন ছাত্রছাত্রী ছিল প্রায় ৩০ হাজার। বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ার কথা ছিল; কিন্তু

হল আছে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

হল আছে : অধিকার নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এখন শিক্ষার্থী কমেছে। আবাসিক সমস্যার কারণে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চান না। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। এদিকে হলগুলো প্রভাবশালীদের দখলে থাকায় তা উদ্ধারের জন্য সরকারের সহযোগিতা চেয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, আইন অনুযায়ী তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের সব সম্পত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের, কিন্তু আমরা নিজেরা হল উদ্ধার করতে পারি না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সরকারকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে প্রভাবশালী মহল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ দখল করে রেখেছে। বহুদিন ধরে এসব উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

যেভাবে বেদখল হওয়া হল : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হল প্রভাবশালীদের বেদখলে চলে গেছে।

শহীদ আনোয়ার শফিক হল : আরমানিটোলা মাহুতটুলির ১, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোডের ৪০ কাঠা জমির ওপর নির্মিত হলটি স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলে রয়েছে। পুরনো ভবন ভেঙে নতুন ভবন তৈরি করে তিন, হার্ডওয়্যার ও ফার্নিচারের গোডাউন তৈরি করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালে স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষে হলটি ছাড়ে শিক্ষার্থীরা। হলটির সর্বশেষ সুপারের দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসর মো. বাসুনিয়া।

তিব্বত হল : পাটুয়াটুলী ওয়াইজঘাট এলাকার ৮ ও ৯নং জিএল পার্থ লেনের ৮.৮৮৯ কাঠা জমির ওপর নির্মিত হলটিও দখলের অভিযোগ রয়েছে সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের বিরুদ্ধে। এর অন্য অংশে পুলিশও দখলদার হিসেবে রয়েছে। ২০০১ সালে হলটির স্থানে স্ত্রীর নামে গুলশান আরা সিটি মার্কেট নির্মাণ শুরু করেন হাজী সেলিম। প্রতিবাদে কয়েক দফা আন্দোলনে নামে শিক্ষার্থীরা। তবে তিনি জায়গাটি তার নিজস্ব বলে দাবি করেছেন। ৯০-এর দশকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হলে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে স্থানীয়রা হলটির দোতলায় আগুন দিলে তৎকালীন অধ্যক্ষ ড. হাবিবুর রহমান শিক্ষার্থীদের হল থেকে বের করে নিয়ে আসেন।

আবদুর রহমান হল : আরমানিটোলা বটতলার ৬, এসি রায় রোডের হলটিতে বাস করছে ১৭টি পুলিশ সদস্যের পরিবার। জমির পরিমাণ ২৫.৭৭ একর। মূলত এর মালিক ছিলেন চিন্ময়ী দেবী। ১৯৬৫ সালে যা অর্পিত সম্পত্তি হয়। পরে তৎকালীন কলেজের শিক্ষার্থীরা এখানে থাকা শুরু করে। ১৯৮৫ সালে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষ হলে তারা হলটি ছেড়ে দেয়। পরে সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যের পরিবারের লোকজন বসবাস শুরু করে। তবে মূল ফটকে এখনও হলের সাইনবোর্ড রয়েছে। অক্ষত আছে অবকাঠামো। সর্বশেষ হল সুপার ছিলেন ওয়াকিফ হোসেন চৌধুরী।

সাইদুর রহমান হল ও রউফ মজুমদার হল : হিন্দুদের দানকৃত হল দুটির বর্তমানে অস্তিত্ব নেই। মৌখিকভাবে দান করা সম্পত্তিটি জনৈক আইনজীবী ইব্রাহিম খান দলিল করে বিক্রি করেন বলে জানা যায়। ১৫, ১৭ ও ২০ যদুনাথ বসাক লেন, টিপু সুলতান রোডের সাইদুর রহমান হলে হার্ডওয়্যারের দোকান তৈরি হয়েছে। পাশের রউফ মজুমদার হল জাল দলিলের মাধ্যমে স্থানীয় ভূমিদস্যুরা বিক্রি করে দিয়েছে।

শহীদ আজমল হোসেন হল : পাটুয়াটুলির ১৬ ও ১৭ নং রমাকান্ত নন্দী লেনের হলটিতে বসবাস করত পুলিশ সদস্যদের পরিবার। কিছু অংশে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন সমিতি। ১৯৯৬ সালে একাংশ দখল করেন স্থানীয় মোশাররফ হোসেন খান। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কথিত 'বেগম মোমেনা (শহীদ পরিবার)' সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে জায়গাটি দখল করা হয়। হলটির অবকাঠামো এখনও অক্ষত রয়েছে।

বজলুর রহমান হল : বংশালের ২৬, মালিটোলার হলটিতে সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে শহীদ জিয়াউর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় বানানো হয়েছে। কিছু অংশ স্থানীয় ভূমিদস্যুরা দখল করেছে। ১৯৮৫ সালে স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্ররা হলটি ছাড়ে।

বাণী ভবন : ১ নং ঈশ্বরচন্দ্র দাস লেনের ৩৫ ও ৩৬ প্যারিদাস রোডের ১০ কাঠার বাণী ভবনের কিছু অংশে জবির কয়েকজন কর্মচারী বসবাস করলেও দুই-তৃতীয়াংশ বেদখলে রয়েছে। আর স্থানীয়দের দাপটে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে অবস্থানরত কর্মচারীরা। হলটির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয় পাবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য।

নজরুল ইসলাম হল : গোপীমোহন বসাক লেনের ৫/১, ২, ৩, ৪ ও ৬ নং টিপু সুলতান রোডের হলটির ২০ কাঠা জায়গায় গড়ে উঠেছে জামেয়া শরীয়াবাগ জান্নাত মাদ্রাসা ও এতিমখানা। সাবেক কমিশনার আওলাদ হোসেন নির্মাণ এর তত্ত্বাবধান করছেন। হলটির একাংশ দখল করে ভবন নির্মাণ করেছেন বিডিআর সাবেক ক্যামেরাম্যান গোলাম নবী। বর্তমানে তার আত্মীয়রা সেখানে অবস্থান করছে।

শহীদ শাহাবুদ্দিন হল : তাঁতীবাজার ৮২, ঝুলনবাড়ী লেনের আড়াই বিঘা জায়গার হলটি দুই যুগেরও বেশি সময় পুলিশের দখলে ছিল। ২০০৯ সালের জুনে আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল হক এর দখল নেন। হলটির সর্বশেষ সুপার ছিলেন প্রফেসর আবদুল গফুর।

কর্মচারী আবাস : তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আবাসস্থল ২৬, পাটুয়াটুলীর কর্মচারী আবাসে হয়েছে বিশিষ্ট ক্রাউন মার্কেট তৈরি হয়েছে। জনৈক ওবায়দুল্লাহ এর মালিকানা দাবি করছেন বলে জানা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫ অনুযায়ী বিলুপ্ত কলেজের সব সম্পত্তি বুঝিয়ে দিতে মুনির মুহিত অডিট ফার্মকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ফার্মটির অনুসন্ধানে দেখা যায়, তৎকালীন কলেজের ১২টি হল ছিল। ১৯৮৫ সালে স্থানীয়দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে হলগুলো বেদখল হয়।

২০০৯ সালের ২৭ জানুয়ারি হলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা হলে নীতিনির্ধারণী মহলের টনক নড়ে। একই বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক মাসের মধ্যে ১২টি হল ও বেদখল অন্যান্য সম্পত্তি উদ্ধারে সুপারিশ করতে ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়। ২০০৯ সালের মার্চে ৫টি হল (আনোয়ার শফিক হল, শাহাবুদ্দিন হল, আজমল হোসেন হল, তিব্বত হল ও হাবিবুর রহমান হল) বিশ্ববিদ্যালয়কে লিজ দেয়ার সুপারিশ করে কমিটি।

একই বছরের ৫ মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৫টি হলের দীর্ঘমেয়াদি লিজের আবেদন করে। ৯ জুলাই ভূমি মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেয়। ২০১০ সালের ২১ জানুয়ারি জেলা প্রশাসক আইনগত সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে হলগুলো লিজের পরিবর্তে অধিগ্রহণের ব্যবস্থা নিতে বললেও একাধিক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা ও আইনি জটিলতায় হল উদ্ধার প্রক্রিয়া থমকে আছে।